

ନିରୋହିତ ଯାତ୍ରୁ ଉଦ୍‌ବରତ ଗୋପ

ମୋ. ଶାମଜୁଲ ତାଳେମ



দেনিক দেশ রচনাত্তর
২৩/৭/২২

নিরাপদ মাছে ভরব দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

কৃষিবিদ মো. সামজুল আলম



হাজার বছর ধরে আবহাসন বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে “শার” শব্দটি। তাই প্রবাদেও আছে “মাছে ভাসে তাঙালি”। এটি শুধু প্রবাদ নয়, বাংলার জাতীয় চেতনাও বটে। এ চেতনাকে ধারণ করেই নাই চাবি, নস্তুরিজানী ও গবেষক এবং সম্প্রসারণবিদসহ সংস্কৃত স্বরাঙ্গে মিলিত প্রচারায় বাংলাদেশে আজ নস্যসন্দেহে অভিপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

পরিস্থিতিতে দেশের প্রায় সব ফেরে উৎপন্ন ব্যাহত হলেও মৎস
সেচের এর প্রভাব পড়েনি। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়, কেভিড-১৯ এর
কারণে বিশ্ববাজারে আর্থিক মদ্রাসার খালি সঙ্গে ও মৎস ও প্রাণিসম্পদ
নষ্টগ্রামের কার্যকর উৎপন্ন গ্রহণে সেবনে ২০২১-১২ আর্থিকবছরে
৭৪ হাজার রুপ দশমিক ৬৭ টেক্স টন মৎস ও মৎসজাত পণ্য রপ্তানির
মাধ্যমে ৫ হাজাৰ ১৯১ দশমিক ৭৫ কেটো টক্কা আয় হয়েছে, যা গত
বছরের চেয়ে শতকরা ১৬ দশমিক ৯৪ ভাগ বেশি।

বাংলাদেশের সামগ্রিক কৃষি সেক্টরে নতুন্যাপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফেডের। এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন ক্ষমতাম অব্যহত থাকার ফলে মাছ উৎপাদন নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব পরিবহনগুলে মাছ উৎপাদনে বিভিন্ন দেশগীয় রেকর্ড তৈরি করছে। এই প্রযোগে ধারাবাহিকভাবে দেশ আজ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বিশ্বে তৃতীয়, সাদপানির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে তৃতীয়, বৃদ্ধি জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে পদ্ধতি, অ্যাকোয়াকুলচর, অর্থাৎ মাছের সঙ্গে অন্যান্য জলজ উত্তিন উৎপাদনে পদ্ধতি, ইলিশ আহরণে বিশ্বে প্রথম, সামুকান্তিক ও উৎকলীয় কাস্টোশিয়া এবং ফিলফিস উৎপাদনে ব্যবস্থার সূচনা এবং উন্নয়ন। তাহাতে তেজপিয়া মাছ উৎপাদনে বিশ্বে চৰ্তু এবং এশিয়ায় তৃতীয় (অ.স ১০১১)।

ବୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟାନମାତ୍ର ସମ୍ପଦକେ ଜୀବଗଣକେ ସଚେତନ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଅତିବାରେ ନ୍ୟାୟ ଏବାରୋ ଲାଭା ଆୟୋଜନେ ମାଧ୍ୟମେ ପାଇଲିଛ ହଜେ 'ଜୀତୀୟ ମନ୍ୟ ସଂତୋଷ-୨୦୨୫' । ନିରାପଦ ମାତ୍ର ଭବନ ଦେଶ, ବଗବତ୍କୁର ବାହାଦୁରେଶ- ଏ ଅତିପିନ୍ଦା ମାନେ ରେଖେ ୨୦ ଜୁଲାଇ ଶୁରୁ ହଜେ ଜୀତୀୟ ମନ୍ୟ ସଂତୋଷ । ଚଳବେ ୨୯ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি, আশণী জনগোষ্ঠীর কর্মসংহান সৃষ্টি, প্রাণিগত আমিয়ের চাহিদা মেটাতে ও অধৰ্মীতির ঢাকা সচল রাখতে এবং দারিদ্র্য দ্রুতকরণে নথ্যস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দরকারের সময়সংযোগে পরিকল্পনা এবং সমাজায়নের ফলে বাংলাদেশ শক্তি উৎপন্নদের প্রয়োজনীয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট জিডিপির শতকরা ৩ দশমিক ক্ষেত্রফলের শতকরা ১.৬ মদ্যস্থান ও মোট ব্রহ্মনি আয়ের শতকরা ১ দশমিক ২.৪ ভাগ মৎস্য খাতের অবদান। মৎস্যস্থানে জিডিপির প্রবৃদ্ধি শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ।

ଏବେଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥକ୍ରିଯା ମଧ୍ୟରେ ଆଶିକ୍ର ଆମିବେର ସରବରାହ ନିଶ୍ଚିତ କରାର ଲାଗେ ଯାହାର ନାନା ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମ ଓ ବାସ୍ତବାଳକ କରେଛେ । ଉନ୍ନତ ଜାଳଶରେ ଯାଇଁ ଚାର, ବିପରୀତାର ମର୍ଯ୍ୟାନ ପ୍ରତିକରଣ କରିବାକାଂକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସମ ମୁଣ୍ଡ, ଜାଟିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ମା ଇଲିଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିବର୍କବେଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୀର ଜାନ ଅଭ୍ୟାସମ ମୁଣ୍ଡ, ଜାଟିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ମା ଇଲିଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଚିହ୍ନିତ କରି ହିଁତାକି କର୍ଯ୍ୟକରନ ଆବାହତ ରଖେଣେ । ମାହେର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥକ୍ରିଯା ଲାଗେ ଯାହାର ଅଧିନ୍ଦ୍ର ଚିନ ହତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜିନପୁଲ ମୁଣ୍ଡ ୩୮ ଜାହାର ୪୬୧ ଟାଇଇନିଙ୍ କାର୍ପ, ସାମା ସିଲାଭାର କାର୍ପ, ଗ୍ରାସ କାର୍ପ ଓ ବିଶ୍ୱାରେ ପରିବର୍କ ଆମାଦାନି କରେଣେ । ବତମାନେ ଦେଶେର ୩୭୩ ସରକାରୀ ଯାନାରେ କୃତିମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମେ ରେଖୁ ପରିବହନ କରେ ଏହି ଯୁଲ ଜାତ ପର୍ଯ୍ୟାନଜେନେ ଦେଶେର ପରିବର୍କର ନାମକରଣ କରେ ବେଳକାରୀ ଯାନାରେ ଏବଂ ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟାନଜେନେ ସରବରାହ କରାଯାଇଛେ ।

ପାରଚ୍ସପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଡାଟାବେଜେ ତୋରାର କାହିଁ ଚଲମାନ ରୁହେଛେ ।
ଯଏଥାକୁ ସରକାର କର୍ତ୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗହିତ ମୁଦ୍ରପରୀତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ର ଓ ଉନ୍ନୟନ
ଅକ୍ଷରମୁଖ୍ୟ ବାଷପାରାଣେ ଫଳେ ୨୦୨୦-୨୧ ଅର୍ଥବର୍ଷରେ ମାତ୍ର ଉପ୍ରଦାନିତ
ହେବାକୁ ୧୫୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମେତ୍ରେ କିମ୍ବା ୨୦୨୦-୨୧ ଅର୍ଥବର୍ଷରେ ପ୍ରାପ୍ତ

ব্যবস্থা প্রক্রিয়া করে নেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থার মুক্তি দেওয়া হলে উৎপাদনের শেষে উৎপাদনের প্রতি অর্থ বহুলভাবে বেশি। তাছাড়া ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে মাঝের উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন। গত ৩৮ বছরে মাঝের উৎপাদন বৃক্ষিক প্রেছে হে ৬ গড়ের অধিক (অ.স ২০২১)।

মাঝের উৎপাদন বাড়াতে সংক্রান্তের সম্মতিক নিরাপত্তা বৈচিত্র্যের আওতায় আটকে রক্ষণ কর্তৃত হচ্ছে। যে পর্যবেক্ষণ প্রতি মাসিক ৪০ কোজ

এছাড়া ৬৫ দিন সামুদ্রিক মাছ ধরা নিষিদ্ধকলীন গত বছরের নামাং ১০১২-১০২২ অর্থবছরে ও দশের ১৪টি জেলার ৬৮টি উপজেলার ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ১ শত ৩৫টি জেলে পরিবারক যাসিক ৪০ টেক্সি হাতে ১৮ কিলিমিটের প্রায় ১৬ হাজার ৭৯ ১ মিট্রিক টন ক্ষেত্রিক (চাপ) টর্ভেশন করা হয়েছে।

করেছে। সরকারের পাশাপাশি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ও মাছের উৎপাদন
বৃক্ষিতে এবং বিলক্ষণ প্রজাতির মাছকে আনাদের খাবার প্রেতে পুনরায়
ফিরিয়ে আনতে নিরবলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ২১ বছরের ৩০টি দেশী মাছের চাবিপক্ষিক উভাবন করে মৎস্য চাবিলেরে হাতে তুলে দিয়েছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনসিভিউটের বিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে ঢালতি বছরেই ১০টি দেশী মাছের অতি বৃক্ষ ভালভাবে চাবিলে উৎপাদন বাংলাদেশের উপর করা হয়েছে। সফলতার ধারাবাহিকতায় ৩০তম মাঝ হিসেবে গত বছরের ২৫ আগস্ট যুক্ত হয়ে কালকলা মাছ। এ নাশ্তিক কালে প্রজনন বাংলাদেশেই প্রথম। পাবনা, উলুশা, গুজি, আঙ্কি, রাঙাপুটি, চিতল, মেনি, ট্যাঙ্গা, ফলি, বালাচাটা, পিংশি, হানশোল, গুড়ু, নাওরু, দেরালি, কুরিয়া, খালিমা, কালচারাউটশ, কই, বাটা, গজার, সরপুটি, গনিমি, জাইতপুটি, পিয়ালিনি, বাতাপি, গোঁফ, চেলা ও কালকলা- এই ৩১ প্রজাতির মাছ আবার ফিরিয়ে

এনেছে প্রতিশীলান্ত। এর মধ্যে চ্যাংগা মাছের দুই বর্ষের জাত রয়েছে।
প্রায় এক মুঠের প্রচেষ্টার ১০২১ সালের জুন মাসে বৃহি মাছের নতুন জাত
“বুর্বুর বুই” উভাবন করা হয়েছে। এছাড়া মহসী গবেষণা ইনসিটিউটের
সুবৃহৎ জিন ব্যাকিন দেশের বিদ্যুৎপ্রয়োগ ৮৯ প্রজাতির দেশীয় নাচি সংরক্ষণ
করা হয়েছে। গবেষক, চারী ও উদ্ভাবকরা দেন সহজেই এ মাছগুলো
পেতে পারেন- সে কারণেই এ প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশ নব্যা গবেষণা ইনসিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, গবেষণাকাজে সাফল্য আসার গত ১১ বছরে দেশ ছেতে মাছের উৎপাদন প্রায় সাড়ে চার শতগুণ বেড়েছে। ১৯৭৩ সালে শালো চাবের মধ্যে দেশে ছেতে মাছের উৎপাদন ছিল ৬৭ হাজার শতাব্দী ৩৪০ টন, যা ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের প্রায় তিনি লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। আমদানির দেশে মোস্য উৎপাদনে দেশীয়ের ছেতে মাছের অববাদন শতকরা ৩০-৩৫ অঃগ। প্রাচীনকাল থেকে দেশীয়ের প্রজাতির মাছ আমদানির সহজভাবে পুরী অন্যান্য উৎস হিসেবে দিবিচারিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে মলা, চেমা, পুরী, বাইসা, টেক্সা, খলিশা, পাবদান, শিরে, মাওর, কেচকা, চানা ইত্যাদি অন্যতম। এসব মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিত্তিশিল, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ ও আয়োডিনের মতো প্রয়োজনীয় ঘানান পদার্থ রয়েছে। এসব উৎপাদন শরীরের রোগ প্রতিরোধ প্রয়োজনীয় ঘানান পদার্থ রয়েছে। এসব মাছে প্রচুর পরিমাণে ক্ষেত্রশালী করে তোলে এবং রক্তশূণ্যতা, গলগতি, অক্তৃত পরিমাণে ক্ষেত্রশালী করে।

অঞ্চলিক টেলিকম আর্টিলেজ সহায়তা করে।
সন্মূলের বাবা যায়, মাঝ দেশে প্রাণিগত অধিবেষ্টন এবং
বর্তমানে দেশে যায়গাপিছু মাঝ ছাইসের পরিমাণ দৈনন্দিন ৬২ দশমিক ৫৮
গ্রাম। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে ৪৬ লাখ
টনেটেক টন হিসেবে ৬৫ লাখ টনেটেক টনে ও ২০৪০ সালের মধ্যে ৮৫ লাখ

গোলে ডেনে ড্রামা করতে চাই।
খাদ্যনিরবাপ্তা সরকারের অন্যতম প্রধান এজেন্ট। কেবল খাদ্যের প্রাপ্তি নয়, ব্যবসা দেশের নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। কারণ, এটি আড়ান কথনেই বাংলাদেশের খাদ্যনিরবাপ্তা নিশ্চিত হবে না এবং এসডিজি অর্জন করা যাবে না। মন্ত্রী খাতকে অগ্রাধিকার না দিলে এর সঙ্গে সম্পূর্ণ পাঁচটি সার্টেইনারবল ডেনেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) কখনোই অর্জন করা যাবে না। তাই ১০৪১ সালের মার্চ বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে বৃপ্তির

লেখক: গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য
ও প্রাণিসম্পদ নষ্টগালায়।
alam4162@gmail.com

মো. সা ম চুল আ ল ম নিরাপদ মাছে ভরে উঠুক দেশ

হাজার বছর ধরে আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যিশে আছে মাছ শব্দট। প্রবাদেও আছে 'মাছে ভাতে বাঙালি'। এটি শুধু প্রবাদ নয়, বাঙালির জাতীয় চেতনাকে ধারণ করেই মাছাচাষি, মৎস্যবিজ্ঞানী ও গবেষক এবং সম্প্রসারণবিদসহ সংগঠিত সবার নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ মৎস্য সম্পদে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

বৈশিষ্ট্য করেনা মহামারি পরিস্থিতিতে দেশের প্রায় সব ক্ষেত্রে উৎপাদন বাহুত হলেও মৎস্য সেক্টরে এর প্রভাব পড়েনি। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়, কর্মসূচির কারণে বিশ্বাজারে অধিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যকর উদ্যোগ প্রাইবেট ফ্লে সর্বশেষ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৪ হাজার ৪২ দশমিক ৬৭ টন মৎস্য ও মৎসাজাত পণ্য বন্ধনির মাধ্যমে ৫ হাজার ১৯১ দশমিক ৭৫ কোটি টকা আয় হয়েছে, যা গত বছরের চেয়ে শতকরা ২৬ দশমিক ৯৬ ভাগ বেশি।

এ স্থাবনাময় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে প্রতিবারের মতো এবারও নানা আয়োজনের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২'। 'নিরাপদ মাছে ভরে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'-এ প্রতিপাদা সামনে রেখে আজ শুরু হচ্ছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ। চলেন ২৯ জুলাই পর্যন্ত।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, ধার্মীগ জনশ্রোতীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণিগতি অধিয়ের চাহিদা মেটাতে ও অধিকারিত চাকাকে সচল রাখতে এবং দারিদ্র্যবৃক্ষর মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সরকারের সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রাণ ও বাস্তুবায়নের ফ্লে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বাক্ষরস্পূর্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট জিডিপির শতকরা ৩ দশমিক ৫.৭ ভাগ, কৃষিজ জিডিপির শতকরা ২৬ দশমিক ৫০ ভাগ এবং মোট রপ্তান আয়ের শতকরা ১ দশমিক ২৪ ভাগ মৎস্য খাতের অবদান। মৎস্য খাতে জিডিপির প্রবৃক্ষ শতকরা ৫ দশমিক ৭৪ ভাগ।

মৎস্য উৎপাদন বৃক্ষির মাধ্যমে প্রাণিগ আমিয়ের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তুবায়ন করছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছাচাষ, বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজ্ঞিতির সংরক্ষণ, মাছের প্রজনন ও বংশবৃক্ষির জন্য অভ্যর্থনা সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ, মা ইলিশ সংরক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব চিন্তিক্ষয় ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মাছের উৎপাদন বৃক্ষির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর চীন থেকে বিশুল্ক জিমপুল সমূক ৩৮ হাজার ৪৬১টি চাইনিজ কার্প, যেমন—সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও বিগহেড কার্প আমদানি করেছে।

বর্তমানে দেশের ৩৯টি সরকারি খামারে কৃতিম প্রজননের মাধ্যমে রেণু উৎপাদন করে এ মূল জাত পর্যায়ক্রমে দেশের সব সরকারি-বেসরকারি খামারে এবং চারিপাশে পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। এ ছাড়া মাছের উৎপাদনকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া মাছের উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করতে, পাশাপাশি বর্তমান সরকারের আমার ধার্ম, আমার শহুর এবং কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নেতৃত্বেন জেলার সদর উপজেলার 'দক্ষিণ বিশিষ্টাঃ' ও 'শ্রীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার 'হালইসার' ধারাকে 'ফিশার ডিলেজ' বা 'মৎস্য ধারা' ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া সামটেইনেবল কোষ্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১০০টি মডেল ভিলেজ প্রতিষ্ঠিত ও

৪৫০টি মৎস্যজীবী ধার্ম উন্নয়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বন্ধনির বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। ধার্মীগ মৎস্যজাষি ও জেলেদের তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। মৎস্য খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের ফ্লে ২০২০-২১ অর্থবছরে মাছ উৎপাদিত হচ্ছে ৪৬.২১ লাখ টন, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের মোট উৎপাদনের (৩০.৬২ লাখ টন) তুলনায় ৫০, ৯১ শতাংশ বেশি। তাছাড়া ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লাখ টন। গত ৩৮ বছরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ছয় গুণের অধিক।

মাছের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাটিকা বক্ষায় ফেরেয়ারি থেকে মে পর্যন্ত পরিবারপ্রতি মাসিক ৪০ কেজি এবং



ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিনের জন্য পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে চাল প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে জাটিকা ও মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে ৯ লাখ ৪৬ হাজার ৬৪৪টি জেলে পরিবারকে মোট ৭০ হাজার ২৬০ টন চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

এ ছাড়া ৬৫ দিন সামুদ্রিক মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন গত বছরের মতো ২০২১-২২ অর্থবছরেও দেশের ১৪ জেলার ৬৪টি উপজেলার ২ লাখ ৯৯ হাজার ১৩৫টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ১ম কিস্তিতে প্রায় ১৬ হাজার ৭৯১ টন ভিজাইফ (চাল) বিতরণ করা হচ্ছে।

জনবহুল বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদা মেটাতে কলকারখানার বর্জ্য, ফসলি জমিতে কীটনাশক ও সারের মাত্রাতিরিক্ত বাচবাহনের ফ্লে নদীদ্বয়ে এবং অতিরিক্ত মাছ আহরণসহ নানা কারণে দেশি মাছের অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আরও বহু প্রজাতি ইহুমকির মুখে রয়েছে। মিঠাপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ১৪৩টি ছেট প্রজাতি। এর মধ্যে ৬৪টি মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবস্থা বদলাতে শুরু করেছে। সরকারের পাশাপাশি, গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিলুপ্ত

প্রজাতির মাছকে আমাদের খাবার প্লেটে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২১ বছরে ৩১টি দেশি মাছের চাপ পদ্ধতি উত্তীবন করে মৎস্যচাষিদের হাতে তুলে দিয়েছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের বিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে চলতি বছরেই ১০টি দেশি মাছের জাত বন্ধজলাশয়ে চাপ করে উৎপাদন বাড়ানোর উপায় বের করা হচ্ছে। সফলতার ধারাবাহিকতায় ৩১তম মাছ হিসাবে গত বছরের ২৫ আগস্ট যুক্ত হয় কাকিলা মাছ। এ মাছটির কৃতিম প্রজনন বাংলাদেশেই প্রথম। পাবদা, গুলশা, গুজি আইড়, রাজপুটি, চিলে, মেনি, ট্যাংরা, ফলি, বালাচাটা, শিং, মহাশোল, গুড়ম, মাঙ্গর, বৈরালি, কুচিয়া, ভাগনা, খলিশা, কালবার্টশ, কই, বাটা, গজার, সরপুটি, গনিয়া, জাইপুটি, পিয়ালি, বাতাসি, রানী, চেলা ও ককিলা—এ ৩১ প্রজাতির মাছ আবার ফিরিয়ে এনেছে প্রতিষ্ঠানটি। এর মধ্যে ট্যাংরা মাছের দুই রকম জাত রয়েছে। প্রায় এক ঘুণের প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের জুন মাসে কুই মাছের নতুন জাত 'সুবৰ্ণ ঝুই' উত্তীবন করা হচ্ছে। এ ছাড়া মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের লাইভ জিন ব্যাকে দেশের বিলুপ্তপ্রায় ৮৯ প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। গবেষক, চাষি ও উদ্যোক্তরা যেন সহজেই এ মাছগুলো পেতে পারেন—সে কারণেই এ প্রচেষ্টা।

মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, গবেষণাকাজে সাফল্য আস্বার গত ১১ বছরে দেশি ছেট মাছের উৎপাদন প্রায় সাড়ে চার গুণ বেড়েছে। ২০০৯ সালে পুরুরে চায়ের মাধ্যমে দেশি ছেট মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৬৭ হাজার ৩০৪০ টন, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় তিন লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। আমাদের দেশে মৎস্য উৎপাদনে দেশি ছেট মাছের অবদান শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ। প্রচানিকাল থেকে দেশীয় প্রজাতির মাছ আমাদের সহজলভ পুষ্টির অন্তর্ম উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসেছে। এর মধ্যে মলা, চেলা, পুঁটি, বাইম, টেংরা, খলিশা, পাবদা, শিং, মাঙ্গর, কাঁচকি, চান্দা ইত্যাদি অন্যতম। এসব মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিত্তিমিন, কালসিয়াম, ফসফরাস, লোহ ও আয়োডিনের মতো প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ রয়েছে। এসব উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে এবং রক্তশূন্যতা, গলগণ, অক্ষত ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

মাছ আমাদের দেশে প্রাণিগ অধিয়ের প্রধান উৎস। বর্তমানে দেশে মাধ্যপিকু মাছ গ্রহণের পরিমাণ দৈনিক ৬২ দশমিক ৫৮ প্রায়। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে ৪৬ থেকে ৬৫ লাখ টনে ও ২০৪০ সালের মধ্যে ৮৫ লাখ টনে উন্নীত করতে চায়। খাদ্যনিরাপত্তা সরকারের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা। কেবল খাদ্যের প্রাপ্ত্যাক্ষ নয়, ব্যালেন্স ডায়েট নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। কারণ, এটি ছাড়া কখনোই বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না এবং এসডিজি অর্জন করা যাবে না। মৎস্য খাতকে অগ্রাধিকার না দিলে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত পৌচ্ছি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) কখনোই অর্জন করা যাবে না। তাই ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সমৃক্ষ ও উন্নত দেশে রূপান্বিত করতে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে কাজ করবে।

কৃষিবিদ মো.সামুজ্জল আলম : গগয়োগযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
alam4162@gmail.com



ছবি : সংগঠিত

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ
କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ
କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ
କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

লেখক : গণেশ্যোগার্থোগ কর্মসূচী
মহায় ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রণালয়
gajam4162@gmail.com

নিরাপদ মাছে ভরব দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

কৃষিবিদ মো. সামজুল আলম

হাজাৰ বছৰ ধৰে আবশ্যনক বাংলাকু সংস্কৃতি ও
ঐতিহ্যৰ সঙ্গে নিশ্চ আছে মাছ শৰুটি। তাই
প্ৰবাদেও আছে ‘মাছে ভাতে বাঙালি’। এটি শুধু
প্ৰবাদ নয়, বাঙালিৰ জীৱনী চেননাও বটে।



অঙ্গুলপুর নামকরা অঙ্গ
বকরেছে। বৈশিখ করনো নথামান পরিহিতভাবে
দেশের প্রায় সকলে উপর আভাস পাওয়া
হলেও মৎস্য সেচেরে এর প্রভাব পড়েন। এর
ফলস্বরূপ দেখা যায়, বেসিড-১৯-এর বারাণগে
বিশ্ববাজারে আধিক নদীবর্ষা থাকা সত্ত্বেও
মৎস্য ও প্রিমিপস্টেড মন্ত্রণালয়ের কার্যকরী
গবেষণার ফলে সর্বশেষে ২০১৫-২২
অর্ধাব্দের ৭৪ হাজার ৪২ দশমিক ৭৫ মেট্রিক
টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পুষ্প ব্রক্তব্যের মাধ্যমে
৫ হাজার ১৯১ দশমিক ৭৫ মেট্রিক টনকা আয়
হয়েছে, যা গত বছরের চেমে শতকরা ২৬
দশমিক ১১ হাজার মেট্রিক টন।

বাংলাদেশের সামরিক কুর্স সেক্টরে মহনা খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফেস্ট। একেরে ধারাবাহিকভাবে উৎপন্ন কর্মসূচী অব্যাহত ধাক্কার ফলে মাঝ উৎপন্ন নির্মিত বৃক্ষ পাঞ্জে ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব পরিমাণে মাঝ উৎপন্ন করে ভিড়িয়ে দেখে ইংরিজী রেকর্ড তৈরি করেছে। এইই ধারাবাহিকভাবে মেশ আজ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জগাশোরে মাঝ আহরণে বিশ্বে ভূত্তীয়, শাদুপুনিয়ন মাঝের উৎপন্ন বৃক্ষের হারে বিস্তীর্ণ, বৃক্ষ ভালাশোরে মাঝ উৎপন্নদের পর্কে, আক্ষেপের প্রক্রিয়ার, অধীর্ঘ মাছের সঙ্গে অন্যান্য জলবায়ু ভূগর্বল উৎপন্নদের পর্কে, ইচ্ছায় আহরণে বিশ্বে প্রথম, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জাতোশিয়া এবং ফিনিফিল উৎপন্নদের বধাজারে অঞ্চল ও বারাতেও। তা ছাড়া দেশোপিয়া মাঝ উৎপন্নদের বিশ্বে ঢর্তুর্ধ এবং এশিয়ার ভূত্তীয় (২০২২)। মাছের সংস্কৃতাবলী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে এ জনাই ভূমির পিতা মুসবক্র শেখ মুজিবুর রহমান আজ থেকে ৫০ বছর আগে ১৯৭২ সালে দুর্মুক্তৰ এক জনমানভায় বৰেছিলেন, “মাঝ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৰেশিক

পুরা এই সভাপতিকার্য সমষ্টি সম্পর্কে জনগণকে
সচেতন ও সম্পৃক্ষে করতে প্রতিবারের নাম
এবারও নামা আয়োজনের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে
‘জাতীয় একত্ব সমষ্টি-২০২২’। নির্ণয়দল মাছে
ভূক দেখে, বৈবর্যকর বাহ্যিকদেশে’ এ প্রতিপদাকে
সামনে খেয়ে ২০ জুনেই শুরু হচ্ছে জাতীয়
একত্ব সমষ্টি উৎসব। ঢাকারে ২৯ জুনতি পর্যন্ত।
বাহ্যিকদেশের অর্থনৈতিকভাবে অগতি, শ্রান্তি
জনগোষ্ঠীর কর্মসংহন সুষ্ঠি, প্রাণিগত আশিষের
চাহিন নেটোতে ও অধিনির্তির চাকাকে সচল
রাখতে এবং দানিয়া দ্বারা করণে মৃত্যু খাত
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। সরকারের
সাম্যবান প্রকল্পের প্রয়োগে একটি সরকারী

ফলে বাংলাদেশ মাহ উৎপাদনে স্বতন্ত্রভূতা
অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে দেশের
মৌলিক জিওগ্রাফিক শক্তিকাৰা দশশিকিৰ ৪৭ আগ,
বৃহত্যুক্তি অতিপৰ শক্তিকাৰা ২৬ দশশিকিৰ ৪০ আগ
এবং মৌলিক রাখতানি আৰোহণ শক্তিকাৰা ১ দশশিকিৰ
২৪ আগ মহস্য খাতেৰ অবদান। মহস্য খাতেৰ
জিওগ্রাফিক প্ৰযুক্তি শক্তিকাৰা ৫ দশশিকিৰ ৭৪ আগ।
মহস্য উৎপাদন বৃহীতিৰ নামধাৰণে প্ৰাণিগত আমিনীৰে
সৱৰোৱা নিৰ্মিত কৰাৰ জন্ম সৱৰোৱা নাম
পদচৰণে গ্ৰহণ আৰু বাতৰায়ন কৰিছ। উন্মুক্ত
জলাশয়ে মাহ দাঘ, বিপুলগ্ৰাম মহস্য প্ৰজাতিৰ
সংংৰক্ষণ মাছৰে প্ৰজনন ও বৰ্ণশুক্ৰিৰ জন্ম
অভয়াৰ্থী সৃষ্টি, জটিকাৰ সৱৰোক্ষণ গা. ইইলিিশ
সৱৰক্ষণ ও পৰিবেশকৰণক বিভিন্ন দাঘ ইত্যাদি
কৰিবিবেচন অব্যাহত রাখিলৈ। মাচে উৎপাদন
কৰিবলৈ দাপে মহস্য আধিক্যকৰণত ইন হৰত

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে

অবস্থা বদলাতে শুরু করেছে।
সরকারের পাশাপাশি, গবেষণা
প্রতিষ্ঠানগুলোও মাছের
উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিলুপ্ত
প্রজাতির মাছকে আমাদের
খাবার প্লেটে আবারও ফিরিয়ে
যানতে নিরলস গবেষণা চালিলে
যাচ্ছে। গত ২১ বছরে ৩১টি
দেশ মাছের চাষপদ্ধতি উভাবন
করে মৎস্যচাষিদের হাতে তুলে
দিয়েছেন বাংলাদেশ মৎস্য
গবেষণা ইনসিটিউটের
বিজ্ঞনীরা।

বিশুক জিনপুর সমৃক্ত ৩৮ হাজার গ্রেডিটি
চাইনিজ কার্প, যথা- সিলভার কার্প, শ্বেত
কার্প ও বিগহেতু কার্প আবদ্ধন করেছে।
বর্তমানে দেশের ৩৯টি সরকারি খামারে
কৃতিত্ব প্রজননের মাধ্যমে রেগু উৎপাদন করে
এই মূল ভাত পর্যাপ্তভাবে দেশের সব সরকারি
যোসেরকারি খামারে এবং দায়ি পর্যাপ্ত নিরবরাহ
যোগ্য।

ମାତ୍ରରେ ଉତ୍ତପନକେ ଭୂରୀପିତ କରାଯାଇ ପ୍ରାକ୍ତିକ
ମହ୍ୟ ପ୍ରଜନନ କେତେ ହାଲାଦା ନାମିକେ ବସ୍ତବ୍ୟ
ମହ୍ୟ ହେଲିଟେଜ୍ ଘୋଷଣ କରା ହେଲାଛେ । ଏ ହାତ୍ତେ ଓ
ମାତ୍ରରେ ଉତ୍ତପନକେ ଭୂରୀପିତ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ କରାତେ
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ମରକରେଣେ 'ଆମର ଧ୍ୟାନ,
ଆମର ଶହୁର' ଏବଂ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଏଥିଲେ ନିମ୍ନେ
ମେତେ ମହ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣିଶରୀଳ ନେତ୍ରକାରୀ
ଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ 'ଦିକିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟତା' ଓ
ଶରୀରତ୍ୱରେ ନାଟ୍ରିଆ ଉପଦେଶର 'ହାଲିଟାର' ।
ଧ୍ୟାମେ 'କିଶ୍ରା ଡିଲେଜ୍' ବା 'ମହ୍ୟ ଧ୍ୟା' ଘୋଷଣ
କରିବେ । ଏ ହାତ୍ତେ ଦାସଟେଇନେବେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଆନ୍ତରିକ
ନିମିତ୍ତ ଫିଲୋରିକ ପ୍ରକଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାଜିତ ପ୍ରକଟେର
ଆତ୍ମପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଏଲାକାକୁ ୧୦୦୦ ମିଟ୍ରେ ଡିଲେଜ୍
ପରିପାର୍କ ଓ ୧୦୦୦ ମିଟ୍ରେ ପରିପାର୍କ ଧ୍ୟାନରେ ପରିପାର୍କ

হচ্ছে। পাশাপাশি মৎস্য ও মৎসজাত পণ্য রফতানির বাজার সংরক্ষণ ও সংস্থানারের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ভোগদার করা হচ্ছে। ধ্রুণী প্রক্রিয়াজীবিতে ও লেবেলের তথ্য প্রযুক্তির তেজে সম্প্রস্তুতকরণ করে দেশবাসীর ক্ষেত্রে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। মৎস খাতে নরকরক কর্তৃক গৃহীত বৃদ্ধপ্রসারণে পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রক্রমসমূহের বাস্তবাবলম্বন করলে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের মাঝে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৪৬.২১ লাখ মেট্রিক টন, যা ২০১০-১১ অর্থবর্ষের মেট্রিক উৎপাদনের (৩০.৬২ লাখ মেট্রিক টন) তুলনায় ৫৯.০৫ শতাংশ বেশি। তা ছাড়া ১৯১০-১৮ অর্থবর্ষের মাঝে উৎপাদন ক্ষেত্রে ৫.৩৫ লাখ মেট্রিক টন। গত ৩৮ বছরে মাঝের উৎপাদন বাঢ়ি পেয়েছে ৫.৩৮ শতাংশ অর্থাৎ

[View all posts by **John Doe**](#) [View all posts in **Category A**](#) [View all posts in **Category B**](#)

গেছে। আরও বহু প্রজাতি হস্তির মুখে
ই সিটাপনির ২৬০ প্রজাতির মাঝে
১৪৩টি হচ্ছে প্রজাতি। এর মধ্যে
মাঝ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে সামুদ্রিক
প্রজাতি অনেকে অবস্থা দাবাতে
শুরু করেছে।
রের পাশাপাশি, গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোও
উৎপাদন বৃক্ষিতে এবং বিলুপ্ত প্রজাতির
আনন্দের খাবার প্রেটে আবারও ফিরিয়ে
নিরবস্তু গবেষণা চালাবার পথে
হয়ে ১২টি দেশি মাঝের ধার্যপক্ষিত উভাবন
মৎস্যাদিদের হাতে ভুলে দিয়েছেন
দেশে মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের
মৌলি। এর মধ্যে চাতাতি বহুলভু ১০টি দেশি
জাত বন্ধ করা জলাধারে ধায় করে উৎপাদন
নার উপযোগ বৰা হয়েছে। সফলতার
পাইকাতায় ১০১ম মাঝ হিসেবে গত

৬৭ হাজার ৩০০ টন, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের
প্রায় ৫ লাখ টনে উন্নত হয়েছে। আমাদেরে
দেশে হস্ত উৎপন্নের মেশিন হেট মাঝে
আমাদের শক্তি ক্ষমতা ৩০-৫০ টাঙ। প্রতিবছরের
থেকে দেশীয় প্রজাতির মাঝ আমাদের সহজলভ
পুষ্টির অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে
আসছে। এর মধ্যে প্রা. চেমা, পুটি, বাইচ,
টেক্সেরা, খুলিশা, পার্সা, শিং, শাওর, কেচিং
সহ ইতিবাচক অন্যতম। এগুল মাছে প্রচুর
পরিমাণে ডিটিবিন, ব্যালিসিয়াম, ফলকুলা,
লোই ও আড়োভিনের মতো প্রাচীনীয়া খণ্জিত
দৰ্পণের রয়েছে। এর উপরান শরীরের রোগ
অতিরিক্ত বাষাক্তে পশ্চিমাশী করে তোলে
ব্যাক্তিগত শুষ্কতা, আকর্ষ প্রভৃতি রোগ
অতিরিক্তে সহায়তা করে।

দর্পেপির বলা যায়, নাচ আমাদের দেশে প্রাপ্তি



(अ. नं. २०२२)

নাছের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের নামাজিক নিরাপত্তা বেন্টোর আওতায় আটকে রাখবে এবং বেন্টোর হতে মে-পর্যন্ত পরিবহনপ্রতি মাসিক ৪ কিলো গ্রাম প্রতি এক ইউনিশনের প্রধান প্রজন্মে প্রয়োজন ২২ দিনের জন্য পরিবহনপ্রতি ২০ কেজি থারে ঢাল প্রদান করা হবে। ২০২২-২২ অর্থবর্ষের জাটকোণ ও না ইউনিশ আহরণ নিয়ম নথরে ৯ লাখ ৪৬ হাজার ৬৪৮টি জেলে পরিবারকে মোট ৭০ হাজার ২৬০ সেটিক টন

ପାଇଁ ଏକାଙ୍ଗ କରା ହୋଇଥାଏ ।
ଏ ହାତ୍ତେ ୬୫ ଦିନ ନାସ୍ତିକ ମହା ଧରା ନିଯନ୍ତ୍ରକାରୀମଣ
ଗତ ବର୍ଷରେ ୧୦୩ ଜାରୀ ୨୦୨୧-୨୨
ଅର୍ଥବର୍ଷରେ ୧୫୨ ଟଙ୍କେର ଖର୍ଚୁ ଉପରେଲାର ୨ ଲାଖ
୧୯ ହାତ୍ତାର ୧୦୭୩ ଟଙ୍କେ ପରିବାରରେ ମାନିକ
୪୦ ମେଟ୍ରି ହାତ୍ତାର ପ୍ରଥମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାତି ୧୬ ହାତ୍ତାର
୭୯୧ ମେଟ୍ରି ଟଙ୍କେ ଡିଜିଟଲ (ଡାଲ) ତିବରଣ କରାଯାଇଛି
ହେଲେବେଳେ ଜାମନାରେ ଖାଲି ଧାରା ଦାଖିଲ
ମୋଟୋର୍, କଲ-କଲାରଖାନାର ବର୍ଜ୍, ଫଲ୍ସି ଜମିତେ
କୌଣ୍ଟିଶାର୍କ ଓ ନାରେର ମାତ୍ରାବିରିଜ୍ଞ ବସହରେର
ଫଳେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆତିରିକ୍ତ କୁଣ୍ଡ ଆରାଶନର
କାମ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏକ କାମକାରୀ କରାଯାଇଛି ।

ହରେର ୨୫ ଆଗଟ୍ ସୁକୁ ହେଲା କବିଳା ମାଝା ଏ ଅଛିର ବୃତ୍ତିନ ପ୍ରତିନ ବାଲାଦେଖେ ପ୍ରଥମ ।
ବାବା, ଓଶା, ଉଜି ଅଛି, ରାଜପୁଣି, ତିତା,
ନିନୀ, ଚାରାଙ୍ଗ, ଫଳ, ବାଲାଚିତ, ଶିଂ, ମହାଶୋଶ,
ବାଲାଉଞ୍ଚ, କେ, ବାତା, ଗଜାର, ସରପୁଣି, ଗିରି,
ଅଛିତପୁଣି, ପିଯାଳି, ବାତିଲା, ରାନୀ, ଦେଲା
କବିଲା- ଏହି ୧୨ ପ୍ରତିତିର ମାଝ ଆବାର
ପିରିବେ, ଏଣେବେ ପ୍ରତିତିନି । ଏହି ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍କା
ଦେଇବେ ଦୁଇ କାଳ ଜାରାଇଛେ । ପ୍ରାୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ
ପିରିବେ ଦେଇବେ ତାହାରେ ୨୦୨୦ ମାଲେ ଭୁନ ମାଳେ କୁଣ ମାହେର
ଦୁଇ ଜାତ ବୁର୍ବର୍ଷ ଝାଇଁ ଉଡ଼ାବନ କରା ହୋଇଛେ । ଏ
ଡାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗରେବୀ ଇନଟିଚିଟିଟ୍ରେ ଦ୍ୱାଇଇ ତିନ
ଅଳ୍ପ ଦେଶର ବିଲୁପ୍ତାବ୍ଳୟ ୧୯ ପ୍ରତିତିର ଦେଶୀୟ
ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରା ହୋଇଛେ । ଗର୍ବକାର, ଦୟି ଓ
ଦୋକାରୀ ବେଳ ମହିଜେଇ ଏ ମାହଙ୍ଗୋ ପେତେ
ହେଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗରେବୀ ଇନଟିଚିଟିଟ୍ରେ ତଥ୍ୟ
ନୁଯାରୀ, ଗରେବୀ କାଜେ ସାକଳ ଆନ୍ୟ ଗତ
ବସରେ ଦେଖ ହେଲା ମାହେର ଉତ୍ତପନ ପ୍ରାୟ ମାତ୍ରେ
ର ଗୁଣ ବେଳେ ୨୦୦୦ ମାଲେ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ୱାରେ ଦିଲି

ଶ୍ରୀମିଶ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ।
ଅର୍ତ୍ତମାନେ ଦେଖେ ଯାଏଥାପିଚୁ ଯାହା ଶ୍ରାଵଣରେ ପରିମାଗ
ଦିନକିଂଛି ୬୨ ଦିନାକିଂଛି ୫୮ ଶ୍ରାଵଣ । ସରକାର ୨୦୩୦
ମାଗ୍ରେନେ ମୋହେ ଟାଙ୍କ ମାତ୍ରେ ଉପର୍ଯ୍ୟାନ ବାତିଲେ ୪୬
ମାତ୍ରେ ମୋହେ ଟାଙ୍କ ମାତ୍ରେ ୬୫ ଲାଖ ଟାଙ୍କ ମେଟ୍ରିକ
ଟଙ୍କ ୩ ୨୦୩୦ ମାଗ୍ରେନେ ମୋହେ ୮୫ ଲାଖ ଟାଙ୍କ ମେଟ୍ରିକ
ଟଙ୍କ ମାତ୍ରେ ଉନ୍ନାତ କରାଯାଇ ତାହା । ଖାଦ୍ୟ ନିରାପଦତା
ବାକାରାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଏଜ୍ଞେଟ । ସ୍ଵର୍ଗାଦେଶରେ
ପ୍ରାପ୍ତତା ନାହିଁ, ବାଲେସ ଡାରୋଟ ନିର୍ଦ୍ଦିତ
କାହାରେ ପରିବହନ କରାଯାଇ । ବନ୍ଦରରେ ଏହି ହାତ୍ତା
କହନ୍ତିଥିଲୁ ବାଂଗାଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପଦତା ନିର୍ଦ୍ଦିତ
କରାଯାଇଲୁ ନା ଏବଂ ଏପରିବଳ ଅର୍ଜନ କରା ଯାଏ ନା ।
ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଯାତକ ଅଧ୍ୟାଧିକାରୀଙ୍କ ନା ଦିଲେ ନା ତାଙ୍କ
ମୂଲ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଚିତ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଲ ଡେଲେଲପମେନ୍ଟ
ଗାଲ (ଏସାର୍ଟିଜି) କହନ୍ତିଥିଲୁ ଅର୍ଜନ କରା ଯାଏ ନା ।
ଏହି ୨୦୧୫ ମାଗ୍ରେନେ ମୋହେ ବାଂଗାଦେଶରେ ମୁକ୍ତ
୩ ଉତ୍ସ ଦେଇ ଝାପାତର କରାଯାଇ ମୋହେ ଖାଦ୍ୟ
ବାକାରାରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଦିଲା ।

- ଗଣ୍ୟୋଗାୟୋଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା
ମଂସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣିମନ୍ଦିର ତଥ୍ୟ ଦଫତ୍ର
ମାତ୍ରା ଓ ପ୍ରାଣିମନ୍ଦିର ନିଯମାବଳୀ



নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

কৃষিবিদ মো.সামাদুজ্জল আলম

হাজার বছর ধরে আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে মাছ শব্দটি। তাই প্রবাদেও আছে “মাছ ভাতে বাঙালি”। এটি শুধু প্রবাদ নয়, বাঙালির জাতীয় চেতনাও বটে। এ চেতনাকে ধারণ করেই মাছ চাষী, মৎস্য বিজ্ঞানী ও গবেষক এবং সম্প্রসারণবিদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিরবস্তু প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ মৎস্য সম্পদে অভিপূর্ণ সফল অর্জন করেছে।

বৈশিষ্টিক করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে দেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাহত হলেও মৎস্য সেচের এর প্রভাব পড়েনি। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়, প্রকান্ড-১৯ এর কারণে বিশ্ববাজারে আর্থিক মনদ্বাস্থা থাকা সত্ত্বেও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যকর উদ্দোগ গ্রহণের ফলে সর্বশেষ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৪ হাজার ৪২ দশমিক ৬৭ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাঝে মাঝে ৫ হাজার ১৯১ দশমিক ৭৫ কোটি টকা আয় হয়েছে, যা গত বছরের চেয়ে শতকরা ২৬ দশমিক ৯৬ ভাগ বেশি। বাংলাদেশের সামগ্রিক কৃষি সেক্টরে মৎস্যবাহ্যিক একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র একেতে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যহত থাকার ফলে মাছ উৎপাদন নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব প্রায় প্রতিমুণ্ড মাছ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘীয় রেকর্ড তৈরি করেছে। এই ধারাবাহিকভাবে দেশ আজ অভ্যর্তীর মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বিশেষ ৩০, স্বাদুপুরানির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে ২২, বৃক্ষ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ৫৮, আরক্ষেয়াকলচার, অর্ধাং মাছের সঙ্গে অন্যান্য জলজ উত্তি উৎপাদনে ৫৫, ইলিশ আহরণে বিশেষ ১৫, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টেশনিয়া এবং ফিলফিল উৎপাদনে খাসাক্রমে ৮ মি. ও ১২তম। তাছাড়া তেলাপিয়া মাছ উৎপাদনে বিশেষ ৪৮ এবং প্রশিক্ষিয়া তৃতীয় (অ.স ২০২২)। মাছের সন্তোষান্বয় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এক ক্ষেত্রে এজন্যই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ থেকে ৫০ বছর আগে ১৯৭২ সালে কৃষিকার এক জনসভায় বালিছিলেন, ‘মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা আর্জনকারী সম্পদ’।

আর এই সন্তোষান্বয় সম্পদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে প্রতিবারের ন্যায় এবারো নানা অযোজনের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে “জাতীয় মৎস্য সংস্থা-২০২২”। “নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” এ প্রতিপাদ্যের সামনে রেখে ২০ জুলাই শুরু হচ্ছে জাতীয় মৎস্য সংস্থা। চলবে ২৯ তারিখ পর্যন্ত। বাংলাদেশের আর্থসমাজিক অঞ্চল, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণিগত আমিয়ের চাহিদা মেটাতে ও অর্থনৈতিক চাকাকে সচল রাখতে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্যবাহ্যিক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে সরকারের সময়োগ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট জিডিপি'র শতকরা ২৬ দশমিক ৫০ ভাগ এবং মোট রঙানি আয়ের শতকরা ১ দশমিক ২৪ ভাগ মৎস্য খাতের অবদান। মৎস্যবাহ্যিক প্রক্রিয়া শতকরা ১৮ দশমিক ৭৪ ভাগ।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিগত আমিয়ের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, বিশ্বপ্রয়াণ মৎস্য প্রজাতির সরবরাহ, মাছের প্রজনন ও বৎসরবন্ধন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রজনন ও পরিচালনা কর্তৃত সুদূরপ্রদেশীয় বাস্তবায়নের ফলে ২০২০-২১ অর্থ বছরে মাছ উৎপাদনে মোট ১০০০-১১০০ টন যাবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে মাছ উৎপাদনে মোট ১০২১ মালক টন। তুলনায় ৫০.৯১ শতাংশ বেশি। তাছাড়া ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে মাছের উৎপাদন ছিলো ৭.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন। গত ৩৮ বছরে মাছের উৎপাদন প্রয়োজন হয়ে গেছে ৬ গুণের অধিক (অ.স ২০২২)।

সম্প্রসারণের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। গ্রামীণ মৎস্য চাষী ও জেলেদের তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী জেলে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। মৎস্যবাহ্যিক সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, বিশ্বপ্রয়াণ মৎস্য প্রজাতির সরবরাহ, মাছের প্রজনন ও বৎসরবন্ধন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রজনন ও পরিচালনা কর্তৃত সুদূরপ্রদেশীয় বাস্তবায়নের ফলে ২০২০-২১ অর্থ বছরে মাছ উৎপাদনে মোট ১০০০-১১০০ টন যাবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে মাছের উৎপাদনে মোট ১০২১ মালক টন। তুলনায় ৫০.৯১ শতাংশ বেশি। তাছাড়া ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে মাছের উৎপাদন প্রয়োজন হয়ে গেছে ৬ গুণের অধিক (অ.স ২০২২)।

মাছের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা

**জনবহুল বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদা মেটাতে, কলকারখানার
বর্জ্য, ফসলি জমিতে কীটনাশক ও সারের মাত্রাতিরিক
ব্যবহারের ফলে নদী দূষণ এবং অতিরিক্ত মাছের আহরণসহ
নানা কারণে দেশ মাছের অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
আরও বহু প্রজাতি হৃষিকের মুখে রয়েছে। মিঠাপানির ২৬০ প্রজাতির
মাছের মধ্যে ১৪৩টি ছোট প্রজাতির। এর মধ্যে ৬৪টি
মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে
অবস্থা বদলাতে শুরু করেছে। সরকারের পশ্চাপাশি,
গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলোও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং
বিলুপ্ত প্রজাতির মাছের আমাদের খাবার প্রেটে পুণ্যরায়
ফিরিয়ে আনতে নিরবল গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। গত
২১ বছরে ৩১টি দেশ মাছের চাষপদ্ধতি উন্নত করে
মৎস্য চাষিদের হাতে তালে দিয়েছেন বাংলাদেশ মন্ত্রণালয়ে
গবেষণা ইনসিটিউটের বিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে চলতি
বছরেই ১০টি দেশ মাছের জাত বন্ধ জলাশয়ে চাষ
করে উৎপাদন বাড়ানোর উপায় বের করা হয়েছে।
সফলতার ধারাবাহিকভাবে ৩১টম মাছ হিসেবে
গতবছরে ২৫ আগস্ট ঘূর্ণ ইয়ে কাকিলা মাছ। এ
মাছটির ক্ষেত্রে কুরিয়ে প্রজনন রাজনীতি চলতি
বাংলাদেশেই প্রথম। প্রবাদ,
গুলি, গুলিশা, গুলিই, আইডি, গুলিপুটি, চিল, মেলি, ট্যাংরা,
ফলি, বালাচাটা, শিং, মহাশোল, গুড়ম, মাঞ্চুর, বৈরালি,
কুচিয়া, ভাগনা, খলিশা, কালবাউশ, কই, বাটা, গজার,
সরাপুটি, গনিয়া, জাইতুন্টি, পিয়ালি, বাতাসি, বানী,
চেলা ও কাকিলা- এই ৩১ প্রজাতির মাছ আবার ফিরিয়ে
এনেছে প্রতিষ্ঠানটি। এর মধ্যে ট্যাংরা মাছের দুই রকম
জাত রয়েছে। প্রায় এক মুন্দে প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের
জন মাসে বুই মাছের নতুন জাত “মুর্বণ বুই” উন্নত
করা হয়েছে। এছাড়া মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের
লাইভ জিন ব্যাক্সে দেশের বিলুপ্তপ্রায় ৮৯ প্রজাতির
দেশীয় মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। গবেষক, চাষি ও
উদ্যোক্তারা যেন সহজেই এ মাছগুলো পেতে পারেন-
সে করেছেই এ প্রচেষ্টা।**

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের তথ্য অনুযায়ী,
গবেষণাকাজে সাফল্য আসার গত ১১ বছরে দেশ ছোট
মাছের উৎপাদন প্রায় সাড়ে চার গুণ বেড়েছে। ২০০৯
সালে পুরুষ চাষের মাধ্যমে দেশি ছোট মাছের মোট
উৎপাদন ছিল ৬৭ হাজার ৩৪০ টন, যা ২০১৭-১৮
অর্থবছরে প্রায় তিনি লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। আমাদের
দেশে মৎস্য উৎপাদনে দেশি ছোট মাছের অবদান
শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ। প্রাচীনকাল থেকে দেশীয়
প্রজাতির মাছ আমাদের সহজলভ পুষ্টির অন্যতম উৎস
হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে মলা, চেলা,
পুটি, বাইম, টেংকা, খলিশা, পাবদা, শিং, মাঞ্চুর,
কেচকি, বাইম ইত্যাদি অন্যতম। এসব মাছে
পরিমাণে ভিত্তিনি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহ ও
আর্মেডিনের মতো প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ রয়েছে।
এসব উৎপাদন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে
শক্তিশালী করে তোলে এবং রক্তশূন্যতা, গলগ-,
অদ্বৃত্তি প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

সর্বেপুরি বলা যায়, মাছ আমাদের দেশে প্রাণিগত
আমিয়ের প্রধান উৎস। বর্তমানে দেশে পাথাপিছু মাছ
গ্রহণের পরিমাণ দৈনিক ৪৮ দশমিক ৫৮ গ্রাম। সরকার
২০৩০ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে ৪৬ লাখ
মেট্রিক টনে থেকে ৬৫ লাখ মেট্রিক টনে ও ২০৪০
সালের মধ্যে ৮৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করতে চায়।
খাদ্যনিরাপত্তা সরকারের অন্যতম প্রধান
এজেন্ট। কেবল খাদ্যের প্রাপ্যতা নয়, ব্যালেন্স ডায়েট
নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। কাবগ, এটি তাছাড়া
কখনোই বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না।
এবং এসডিজি অর্জন করা যাবে না। মৎস্য খাতকে
অগ্রাধিক অর্জনের না দিলে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত পাঁচটি
সাস্টেইনাবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি)
কখনোই অর্জন করা যাবে না। তাই ২০৪১ সালের
মধ্যে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে বৃপ্তাত্ত করতে
মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করবে।
লেখক : গবেষণাগবেষণা কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

alam4162@gmail.com